বাল্যবিবাহ একটি সামাজিক ব্যাধি। আসুন সকলে আমরা বাল্যবিবাহকে না বলি।

বাল্যবিবাহ হল অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির (যেখানে অপ্রাপ্ত বয়স্ক একজন বা উভয়েই হতে পারে) আনুষ্ঠানিক অথবা অনানুষ্ঠানিক বিবাহ। আইনত মেয়েদের বিয়ের বয়স ১৮ বৎসর এবং ছেলেদের ২১ বছর। বাল্যবিবাহে মেয়ে এবং ছেলে উভয়ের উপরই প্রভাব পড়ে। তবে মেয়েরাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, বিশেষত নিম্ন আর্থসামাজিক পরিস্থিতির কারণে। বেশিরভাগ বাল্যবিবাহে দুজনের মধ্যে শুধু একজন অপ্রাপ্তবয়স্ক হয়ে থাকে। বিশেষত মেয়েরাই বাল্যবিবাহের শিকার বেশি হয়।

বাল্যবিবাহের কারণ:

দরিদ্র্যতাঃ

- দরিদ্র্য মানুষ সংসারে মেয়েদের বোঝা মনে করে।
- লেখা পড়ার ব্যয় ভারে অক্ষম, ফলে স্কুল থেকে ঝরে পড়া।
- সঠিক তথ্যের অভাবে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনির সুযোগ না পাওয়া।
- বেশী বয়সে মেয়েদের বেশি যৌতুকের সম্ভাবনা থাকা।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রথাঃ

- কম বয়সী মেয়েদের জন্য ভাল বর পাওয়া সহজ।
- কম বয়সী মেয়েদের জন্য কম যৌতুক লাগে।
- ধর্মীয় ক্ষেত্রে মেয়েদের তাড়াতাড়ি বিয়ে দেয়ার বিধান সংক্রান্ত ভ্রান্ত ধারণা।
- বাল্যবিবাহের কুফল এবং বাল্যবিবাহ নিরোধ ও বিবাহ রেজিষ্ট্রি সংক্রান্ত আইন না জানা।
- কন্যা সন্তানের প্রতি অবহেলা।

সামাজিক নিরাপত্তাহীনতাঃ

- ইভটিজিং
- নিরাপত্তাহীনতার স্বীকার হলে কোথায় অভিযোগ করতে হবে তা না জানা বা অভিযোগের অনীহা।
- পরিবারের প্রধান/ মায়ের মৃত্যু
- উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানের দূরত্ব/অপ্রতুলতা

আইনের যথাযথ প্রয়োগ না থাকাঃ

- স্থানীয় জনপ্রতিনিধি বা বিবাহ সম্পাদনকারী ধর্মীয় প্রতিনিধিদের বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ সংক্রান্ত আইন না জানা/আইন পালনে অনীহা বা না মানা।
- বিবাহ সম্পাদনকারী ধর্মীয় প্রতিনিধিদের সঠিক ডাটাবেজ না থাকা।
- জন্ম নিবন্ধন সনদের অপপ্রয়োগ বা নকল জন্ম সনদের ব্যবহার।
- বিবাহ রেজিষ্ট্রির পুরানো পদ্ধতি ও রেজিষ্ট্রি শত ভাগে উন্নীত না হওয়া।
- আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক সঠিক সময়ে বাল্যবিয়ের খবর না পাওয়া।

- বাল্যবিয়ের ঝুঁকিতে থাকা মেয়েদের সঠিক তথ্য/ডাটাবেজ না থাকা।
- আইনে শাস্তির অপর্যাপ্ততা।

উক্ত সমস্যাসমূহকে আমরা দুই ভাবে সমাধান করতে পারিঃ

১। **তাৎক্ষণিকঃ** বিবাহ রেজিস্ট্রেশন নিশ্চিত করা, আইনের প্রয়োগ ও মনিটরিং করা এবং সচেতনতা সৃষ্টি করা ইত্যাদি।

২। **দীর্ঘ মেয়াদি ও অধিক ফলপ্রসুঃ** বাল্যবিবাহের ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের চিহ্নিত করে তাদের প্রকৃত সমস্যার সমাধান করে বাল্যবিবাহের ঝুঁকি থেকে মুক্ত করা।

1.স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের (বিশেষ করে ছাত্রীদের) অনলাইন ডাটাবেজ প্রস্তুতকরণ।

a)বাল্যবিবাহের ঝুঁকিতা থাকা ছাত্রী ও তাদের প্রকৃত সমস্যা চিহ্নিতকরণ।

b)সমস্যার ধরণ অনুযায়ী সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ গ্রহণ এবং মনিটরিং।

c)নিয়মিত ঝরে পড়া ছাত্র-ছাত্রীদের তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচনা।

2.দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা।

3.অনলাইনে বিবাহ রেজিস্ট্রেশন।

4.জনসচেতনামূলক কর্মসূচি গ্রহণ।

5.মোবাইলে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বা অনলাইনে নারী নির্যাতন বিষয়ক অভিযোগ গ্রহণ।

বাল্যবিবাহের প্রভাব মেয়েদের উপর ব্যাপক, যা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরও থেকে যায়। কিশোরী বয়সে বা তারও আগে বিবাহিত নারীরা কম বয়সে গর্ভধারণ করার ফলে স্বাস্থ্যগত সমস্যায় ভুগে। কম বয়সে গর্ভধারণ সন্তান জন্মদানে জটিলতা সৃষ্টি করে। গরীব দেশসমূহে অল্প বয়সে গর্ভধারণ শিক্ষার জন্য বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়, যা তাদের অর্থনৈতিক মুক্তিকে বাধাগ্রস্ত করে। বাল্যবিবাহের শিকার নারীরা সাধারণত পারিবারিক সহিংসতা, শিশু যৌন নির্যাতন এবং বৈবাহিক ধর্ষণের শিকার হয়।

বাল্যবিবাহের কুফলঃ
বাস্তবে আমাদের দেশে কোনো কোনো শিশুর এতো অল্প বয়সে বিয়ে হয় যখন তাদের কাছে বিয়ের অর্থই পরিষ্কার থাকে না। শারীরিক ও মানসিক পূর্ণতাপ্রাপ্তির আগেই বাল্যবিবাহের শিকার হয় বিশেষ করে মেয়েরা।

বাল্যবিবাহের খেসারত ছেলেমেয়ে উভয়কে দিতে হলেও মেয়েদের জীবনে এর কুফলের পরিধি ও মাত্রা ভয়াবহ এবং ব্যাপক। বাল্যবিবাহের মধ্য দিয়ে এক ঝুঁকিপূর্ণ ও দুর্দশাগ্রস্ত দাম্পত্য জীবনের দিকে মেয়েশিশু বা কিশোরীকে ঠেলে দেয়া হয়। অল্প বয়সী মায়েরাই বেশি মাতৃমৃত্যুর শিকার হয়। জীবন সম্পর্কে অনভিজ্ঞ নারী সংসারে নানাভাবে নির্যাতিত হয়। তার শিক্ষা ও দক্ষতা লাভের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। জীবিকার সংগ্রামে পিছিয়ে পড়ে নারী। দক্ষ শ্রমিক থেকে বঞ্চিত হয় পরিবার-সমাজ-অর্থনীতি। তাই বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে আইনের যথাযথ প্রয়োগের পাশাপাশি সামাজিক আন্দোলন জোরদার করা প্রয়োজন।

দেশের কিশোরীদের প্রায় ৩৫ থেকে ৫০ শতাংশই অপুষ্টির শিকার। বিয়ের পরই স্বামী ও অন্যরা সন্তানের মুখ দেখতে চায়। এক বা দুই বছরের মধ্যে সন্তান না হলে স্বামী যদি বংশরক্ষার জন্য আবার বিয়ে করে ফেলে, সে জন্য মেয়ের বাড়ি থেকেও সন্তান নেওয়ার জন্য মেয়েটিকে চাপ দিতে থাকে। কিন্তু এই অপুষ্ট মা কম ওজনের সন্তানের জন্ম দেয়। নবজাতক মারা যায়। মারা না গেলেও মা ও সন্তানের অসুখ লেগেই থাকে। চিকিৎসার খরচ, পরিবারের লোকজনের কাজ কামাই দেওয়াসহ বিভিন্ন কারণে অর্থনৈতিক ক্ষতি শুরু হয়। এতে নেতিবাচক অবস্থা চলতেই থাকে ।

ইউনিসেফ প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে মেয়েদের বাল্যবিবাহের কারণে বছরে ২ লাখ শিশুর জন্ম হয় স্বল্প ওজন ও মারাত্মক অপুষ্টি নিয়ে। ইউনিসেফ পরিসংখ্যানে দেখা গেছে গর্ভধারণ সংক্রান্ত জটিলতায় বাংলাদেশে বছরে প্রতি হাজারে ৫ জন মা মারা যাচ্ছে। অথচ এ হার জাপানে প্রতি লাখে ১ জন। এছাড়া আমাদের দেশে জন্মের সময় প্রতি হাজারে ৯০ জন শিশু মারা যায় ও এক মাস বয়েসী শিশু মারা যায় ৭০ জন। উন্নত দেশে এ অবস্থায় শিশু মারা যায় ১০ হাজারে ১ জন।

অল্প বয়সে বিয়ে এবং মা হওয়ার সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হচ্ছে জরায়ু ছিঁড়ে যাওয়াসহ জরায়ুতে ক্যান্সার হওয়ার আশংকা তৈরি হয়। অন্যদিকে আবার সন্তান লালন-পালন সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জনের আগেই বাল্যবিবাহ হলে সন্তানেরা মায়ের সঠিক পরিচর্যা থেকেও বঞ্চিত হয়। বাল্যবিবাহ স্কুলে যাওয়ার উপযোগী সন্তানদের শিক্ষার অধিকার থেকেও বঞ্চিত করে। অথচ এই শিক্ষাই মানবসম্পদ হওয়ার প্রতি গ্রহণের জন্য একটি খুবই জরুরি চাহিদা। বাল্যবিবাহের ফলে বিশেষ করে মেয়েদের পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়। মেয়েশিশুদের ব্যক্তিগত বিকাশ বা উন্নয়নের পথ রুদ্ধ করে ফেলে বাল্যবিবাহ। আর এ বঞ্চনার ফলে অবশেষে সমাজ ও পরিবার মেয়েশিশুদের ভবিষ্যৎ সৃষ্টিশীল অবদান থেকে বঞ্চিত হয়। বাল্যবিবাহ মেয়েদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যেরও হানি করে। বাল্যবিবাহের কবলে পড়া মেয়েকে পারিবারিক নির্যাতনের দুর্ভোগও পোহাতে হয় অনেক বেশি।

> বাল্যবিবাহ সংঘটিত হলে বিবাহের সাথে জড়িতদের শাস্তির বিধান করে ''বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭" পাস হয়। এ আইনের আওতায় মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে একজন নির্বাহী মেজিস্ট্রেট তথা উপজেলা নির্বাহী অফিসার যে কোন দিন যে কোন সময় ঘটনার সাথে জড়িতদের তাৎক্ষণিক শাস্তি দিতে বা জরিমানা করতে পারেন।

বাল্যবিবাহ করার শাস্তিঃ

" (১) প্রাপ্ত বয়স্ক কোন নারী বা পুরুষ বাল্যবিবাহ করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং অর্থদণ্ড অনাদায়ে অনধিক ৩ (তিন) মাস কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(২) অপ্রাপ্ত বয়স্ক কোন নারী বা পুরুষ বাল্যবিবাহ করিলে তিনি অনধিক ১ (এক) মাসের আটকাদেশ বা অনধিক ৫০,০০০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় ধরনের শাস্তিযোগ্য হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ৮ এর অধীন কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের বা দণ্ড প্রদান করা হইলে উক্তরূপ অপ্রাপ্ত বয়স্ক নারী বা পুরুষকে শাস্তি প্রদান করা যাইবে না।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন বিচার ও শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে শিশু আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ২৪ নং আইন) এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

বাল্যবিবাহ সম্পাদন বা পরিচালনার সাথে জড়িতদের শাস্তিঃ

কোন ব্যক্তি বাল্যবিবাহ সম্পাদন বা পরিচালনা করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর ও অন্যূন ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ড বা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং অর্থদণ্ড অনাদায়ে অনধিক ৩ (তিন) মাস কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

বাল্যবিবাহ সংশ্লিষ্ট পিতা মাতা সহ অন্যান্যদের শাস্তিঃ পিতা-মাতা, অভিভাবক অথবা অন্য কোন ব্যক্তি, আইনগতভাবে বা আইন বহির্ভূতভাবে কোন অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির উপর কর্তৃত্ব সম্পন্ন হইয়া বাল্যবিবাহ সম্পন্ন করিবার ক্ষেত্রে কোন কাজ করিলে অথবা করিবার অনুমতি বা নির্দেশ প্রদান করিলে অথবা স্বীয় অবহেলার কারণে বিবাহটি বন্ধ করিতে ব্যর্থ হইলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর ও অন্যূন ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ড বা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং অর্থদণ্ড অনাদায়ে অনধিক ৩ (তিন) মাস কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

বাল্যবিবাহ নিবন্ধনের জন্য বিবাহ নিবন্ধকের শাস্তি, লাইসেন্স বাতিল
কোন বিবাহ নিবন্ধক বাল্যবিবাহ নিবন্ধন করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর ও অন্যূন ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ড বা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং অর্থদণ্ড অনাদায়ে অনধিক ৩ (তিন) মাস কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং তাহার লাইসেন্স বা নিয়োগ বাতিল হইবে।

বাল্যবিবাহের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ ও নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গের শাস্তি
৫। (১) আদালত, স্ব-উদ্যোগে বা কোন ব্যক্তির অভিযোগের ভিত্তিতে বা অন্য কোন মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে, যদি এই মর্মে নিশ্চিত হন যে, কোন বাল্যবিবাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে অথবা বাল্যবিবাহ অত্যাসন্ন তাহা হইলে আদালত উক্ত বিবাহের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিতে পারিবে।

(২) আদালত স্বেচ্ছায় বা অভিযোগকারী ব্যক্তির আবেদনের ভিত্তিতে উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত আদেশ প্রত্যাহার করিতে পারিবে।

(৩) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন আরোপিত নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করিলে তিনি অনধিক ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং অর্থদণ্ড অনাদায়ে অনধিক ১ (এক) মাস কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

বাল্যবিবাহ বন্ধে কতিপয় সরকারি কর্মকর্তা এবং স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধির সাধারণ ক্ষমতা
ধারা ৫ এর বিধানের সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা, উপজেলা প্রাথমিক বা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি কোন ব্যক্তির লিখিত বা মৌখিক আবেদন অথবা অন্য কোন মাধ্যমে বাল্যবিবাহের সংবাদ প্রাপ্ত হইলে তিনি উক্ত বিবাহ বন্ধ করিবেন অথবা বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।"

আজকের মেয়ে শিশু আগামির ভবিষৎ। এগিয়ে আসুন- আপনার গৃহীত একটি উদ্যেগ আগামিকে এগিয়ে দিতে পারে অনেকদূর!
বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে হেল্পলাইন- ১০৯ (টোল ফ্রি)।